মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য

মতিউর রহমান নিজামী

মুসলিম উম্মাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য

মতিউর রহমান নিজামী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩২০

১ম প্রকাশ ঃ ২০০৪

২য় প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪২৬
বৈশাখ ১৪১২
এপ্রিল ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MUSLIM UMMAHR DAEYTTO O KORTOBBO by Matiur Rahman Nizami. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 18.00 Only.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মানুষকে এক আল্লাহর গোলামির দিকে আহ্বান, আমর বিল মা'রূফ, নাহি আনিল মুনকার এবং মানব সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার যে মর্যাদাপূর্ণ গুরু দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদী বা মুসলিম উম্মাহ্‌র উত্থান ঘটিয়েছিলেন, সামষ্টিকভাবে মুসলিম উম্মাহ সে দায়িত্ব পালন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ফলে শুরু হয় মুসলিম উম্মাহ্‌র পতনের যুগ। বর্তমান বিশ্বে প্রায় একশত চল্লিশ কোটি মুসলিম লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, পরাধীনতা ও কুফরি পরাশক্তির খড়গহস্তের নিচে অবদমিত অবস্থায় বসবাস করছে।

কুরআন সুন্নাহর আলোকে মুসলিম উম্মাহর এ অধপতনের কারণ এ পুস্তিকায় পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

সেই সাথে তিনি কুরআন সুন্নাহরই ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর এই অধপতন থেকে উত্তরণের সঠিক উপায়ও উপস্থাপন করেছেন পরিষ্কারভাবে।

মুসলিম উম্মাহ আবার মাথা তুলে দাঁড়াক এবং মানব সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হোক—এই তামান্না পোষণ করেন যারা তীব্রভাবে, পুস্তিকাটি তাদের পড়ে নেয়া উচিত জরুরিভাবে।

সেই সাথে নির্দেশিত কর্তব্য কাজে ভূমিকা রাখা উচিত তাদের বলিষ্ঠভাবে।

প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. পরিস্থিতির গুরুত্ব ৯
২. মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিচয় ১২
৩. কুরআনের দৃষ্টিতে বিশ্ব মানব ১৮
৪. নবী-রাসূল ও কিতাব প্রেরণের লক্ষ্য ছিলো এক ও অভিন্ন ২২
৫. বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ২৯
৬. ইসলামী আইন ও পশ্চিমা জগত ৩৫
৭. মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান অবস্থা ৪০
৮. মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ৪৫
৯. মুসলিম এন. জি. ও. প্রসঙ্গ ৫৬
১০. মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ৫৮
১১. চাই একদল নিউক্লিয়াসের ভূমিকা পালনকারী লোক ৬৩

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

১

পরিস্থিতির গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম পরিচয় বহনকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় দেড়শ কোটি। মুসলমানরা যেসব দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই সুবাদে যেসব দেশ মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত তার সংখ্যাও ষাটের অধিক। এ ছাড়া পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশেও মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমান্নয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। মরোক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তার অনেকগুলো দেশেই আল্লাহ তায়ালা প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও চলমান বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলমানদের তেমন কোন ভূমিকা নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় মুসলিম দেশগুলো উপনিবেশিক শাসন আমলের চেয়েও দ্রুত খারাপ পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

অতি সম্প্রতি এবং নিকট অতীতের মধ্যপ্রাচ্যে সংঘটিত ঘটনাসমূহ ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করছে। একটি তৈল সমৃদ্ধ সম্ভাবনাময় আরব মুসলিম দেশ বিধর্মীদের সামরিক আগ্রাসনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। সেখানে আজ যাকিছু ঘটছে, তার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হলেও মুসলিম দেশসমূহে এর তেমন কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন মুসলিম দেশই এ পরিস্থিতির মোকাবেলায় সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছে না। যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে এবং চলাকালে বিভিন্ন মুসলিম দেশে এ

www.pathagar.com

অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হলেও বর্তমানে তা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। নিকট অতীতে ইরাকের কুয়েত আক্রমণকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বের যেসব গুরুত্বপূর্ণ দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযান পরিচালনার এবং নিজ সেনাবাহিনী রাখার সুযোগ গ্রহণ করে, তার সুদূর প্রসারী ভয়াবহ পরিণাম-পরিণতি মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিকে কোথায় নিয়ে যাবে তা অনুমান করা কঠিন।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের নিউইয়র্কে টু-ইন টাওয়ার ধ্বংসের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি সারা দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের বিড়ম্বনা ও হয়রানির পরিস্থিতি জন্ম দিয়েছে। এ ঘটনাটি অবশ্যই নিন্দনীয়। মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে এর নিন্দা করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত এ ঘটনার আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোন তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। অথচ এ ঘটনার সূত্র ধরেই আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন ও ইরাকের মুসলিম জনপদ ইতিহাসের জঘণ্যতম জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এ পরিস্থিতি আর কত দূর গড়াবে, কোথায় গিয়ে এর শেষ হবে কেউ জানে না।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি বড় রকমের ভয়াবহ সংকটের মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। অথচ মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। হয়তো তারা এ বিষয়টি আদৌ উপলব্ধি করতে পারছেন না, নতুবা তারা ধরেই নিয়েছেন এই মুহূর্তে তাদের করার কিছুই নেই।

চলমান এ বিশ্বপরিস্থিতি শুধু মুসলমানদের জন্যই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে বিষয়টিকে এতোটা সীমাবদ্ধভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। এর পরিণতিতে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সার্বিকভাবে বিপর্যস্ত হবে মানবতা, মনুষ্যত্ব। অতএব মানবতা মনুষ্যত্বের এ

www.pathagar.com

ক্রান্তিকাল উত্তরণের জন্য বিশ্ববিবেককে জেগে উঠতে হবে। বিশ্ব-বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য বিবেকবান কিছু মানুষকে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এ অগ্রণী ভূমিকা পালনের মূল দায়িত্ব তাদের, যারা মুসলিম পরিচয় বহন করছে। আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি, ইউরোপ আমেরিকার মত দেশে মানুষের জাগ্রত বিবেকের যৎকিঞ্চিত প্রকাশ ঘটলেও মুসলিম বিশ্বে এর কোন প্রকাশ এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়। অথচ জাতি হিসেবে বা উম্মাহ হিসেবে মানবতা ও মনুষ্যত্বের এ দুর্দিনে মুসলমানদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের কথা। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল মুসলিম উম্মাহ্‌র মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সেই দায়িত্ব পালনে অনীহা এবং ব্যর্থতাই মুসলিম উম্মাহ্‌র এ অসহায় অবস্থার জন্ম দিয়েছে। এটা শুধু মুসলিম উম্মাহর জন্যই নয় বরং গোটা মানব জাতির জন্য একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতি উত্তরণের স্বার্থে মুসলিম উম্মাহ্‌কে তার আত্মপরিচয় উপলব্ধি করতে হবে এবং সেই সাথে উম্মাহ্‌ হিসেবে তার উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

www.pathagar.com

২

মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিচয়

মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিচয় কুরআনের দুটি আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। একটি হলো ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○(سورة ال عمران : ١١٠)

অর্থ ঃ "এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা। মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য তোমাদের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা উত্তম কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলবে। আহলি কিতাব ঈমান আনলে তা তাদের পক্ষেই কল্যাণকর হত, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায় ; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই সীমালঙ্ঘনকারী।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

এ আয়াতে প্রথমত মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ জাতি ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে, তাদের তৈরি করা হয়েছে গোটা বিশ্ব-মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন করা, বিশ্ববাসীকে সৎপথে পরিচালনা করা, অসৎপথে বাধা দেয়া এবং সর্বোপরি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য। মূলত আল্লাহর প্রতি ঈমানের

www.pathagar.com

অনিবার্য দাবীই হলো—মুমিন বিশ্বের সকল মানুষকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করবে। কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবে না, কাউকে গোলামও বানাবে না। আল্লাহর প্রতি ঈমান বা তাওহীদ বিশ্বাসের অনিবার্য দাবী হলো—মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া কারো সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব মানবে না। এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব মেনে নেয়ার পর সব মানুষ পরস্পরের ভাই। কেউ কারো প্রভু নয়, কেউ কারো গোলামও নয়। আল্লাহর প্রতি এ বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়ার পর এ বিশ্বাসে যারা বলীয়ান হয় তাদেরকে স্রষ্টার ইবাদতের পাশাপাশি সৃষ্টির খেদমত করতে হবে। এটাই ঈমানের অনিবার্য দাবী। এ জন্যই যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে রাসূলের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে তাদেরকে মানবতা-মনুষ্যত্বের পতাকাবাহী হিসেবে জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকতে বলা হয়েছে। মানুষের কল্যাণের পথ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সকল হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দানের সংকল্পের অধিকারী হওয়াই মুসলিম উম্মাহর এ পরিচয়ের অনিবার্য দাবী।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় আয়াতটি হলো ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا –

অর্থ ঃ "এভাবে তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী জাতিতে পরিণত করা হয়েছে, যাতে করে তোমরা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হতে পারো, আর তোমাদের জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা আল্লাহর রাসূল (সা.)।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

www.pathagar.com

পশ্চিমা গোষ্ঠী আধুনিক বিশ্বে মধ্যমপন্থী বা মডারেট শব্দটি বেশি বেশি ব্যবহার করে আসছে। আর এর আড়ালে-আবডালে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আর মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার অপকৌশল চালাচ্ছে। অথচ ইসলামই একমাত্র আদর্শ যার সাথে চরমপন্থার কোন সম্পর্ক বা সংশ্রব নেই। জাতি হিসেবে মুসলমানরা সর্বযুগেই কমবেশি শান্তি-নিরাপত্তার প্রতীক এবং মানবতা-মনুষ্যত্বের ধারক বাহক হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে। সত্যিকার অর্থে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে কোন প্রকারের উগ্রবাদ বা চরমপন্থার অভিযোগ আনার সুযোগ নেই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত যেসব ঘটনাকে পুঁজি করে মহলবিশেষ ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে উপরিউক্ত অভিযোগের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে তা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রেরই অংশ।

আমাদের উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতটিতে মুসলিম উম্মাহর যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তার অনিবার্য দাবি হলো মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্যে সার্বিকভাবে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হতে হবে। শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সার্বিকভাবে মানুষের সমাজে শান্তি, কল্যাণ, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে তাদের সক্ষম হতে হবে। বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত মিশন। এটা শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক নয়, তারা শুধু নিজেদের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সব মানুষের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি-কল্যাণ ও ইনসাফ নিশ্চিত করাই তাদের

www.pathagar.com

পবিত্র দায়িত্ব। বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মধ্যে এ আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে, আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তির প্রচার, প্রসারের পথে ইসলামী আদর্শ কোন প্রতিবন্ধক তো নয়ই বরং সহায়ক—এটাও বাস্তব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

উপরের এ দুটি আয়াতকে সামনে রেখে আমরা যে আলোচনা করলাম তার আলোকে মুসলিম উম্মাহর উপর যে দায়িত্ব বর্তায় সে দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আরো একাধিক নির্দেশনা রয়েছে। তার একটি হলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ز وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا ص هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ○ (سورة المائدة : ٨)

অর্থ ঃ "হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদের যেন এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে, (তার ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর। বস্তুতঃ খোদাপরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। খোদাকে ভয় করে কাজ করতে থাক। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল রয়েছেন।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৮)

অনুরূপ আরেকটি নির্দেশ হলো ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى

www.pathagar.com

اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○ (سورة النساء : ١٣٥)

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইনসাফের ধারক বাহক হও এবং খোদার ওয়াস্তে ইনসাফ ও সুবিচারের সাক্ষী হও। তোমাদের এ সুবিচার ও এ সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের উপর কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের উপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা খোদার এ অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তাঁর দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখবে। অতএব নিজেদের নফসের খাহেশের (প্রবৃত্তির কামনার) অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা হতে বিরত থেক না। তোমরা যদি মনরাখা কথা বল কিংবা সত্যবাদিতা হতে দূরে সরে থাক, তবে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।"

(সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫)

উল্লিখিত দুটি আয়াতে প্রায় অভিন্ন সুরে মুসলিম উম্মাহর প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্যের নির্দেশনা এসেছে, তাহলো সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তাদেরকে ইনসাফ ও সত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্যায়, জুলুম এবং অসত্যের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা রাখার পথে বাধ সাধে সাধারণত দুটি জিনিস; একটি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পূর্বশত্রুতার জের। আল্লাহর নির্দেশনায় স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে এটা যেন কোন বিচার-ফায়সালা, কোন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে না পারে। আল্লাহ তা'আলার এই সিদ্ধান্ত খুবই বাস্তব সম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ। মানুষের সমাজে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথে এগুলো বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহর কাছে জবাবদিহির অনুভূতি

www.pathagar.com

হৃদয়ে লালন করে, তারাই এই বাধা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি এ পথে বাধা, অন্তরায় ও প্রতিন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে, তাহলো ব্যক্তিস্বার্থ ও স্বজনপ্রীতি। আল্লাহর নির্দেশনায় স্পষ্ট বলা হয়েছে সত্য সাক্ষ্য এবং ন্যায় বিচারের ফায়সালা যদি নিজের স্বার্থেও আঘাত হানে, নিজের পিতা-মাতার স্বার্থেও আঘাত হানে, নিকট আত্মীয় স্বজনের স্বার্থে আঘাত হানে, তারপরও এ থেকে পিছপা হওয়া যাবে না। অন্যায়-অবিচারের ও অসত্যের সাথে আপোষ করা যাবে না। উল্লিখিত দুটি বাধা-প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার যোগ্যতার অধিকারী কেবল তারাই হতে পারে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং আখেরাতে জবাবদিহির অনুভূতি হৃদয়ে লালন করে। মূলতঃ মুসলিম উম্মাহর এটাই বৈশিষ্ট্য এবং এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারা না পারার উপরেই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

৩

কুরআনের দৃষ্টিতে বিশ্বমানব

আমরা এ পর্যন্তকার আলোচনার মাধ্যমে যে কথাটি বলার প্রয়াস চালিয়েছি তাহলো—মুসলমানরা শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, আর ইসলাম শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং ইসলাম সারা দুনিয়ার মানব সমাজে শান্তি, কল্যাণ ও ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যে। ইসলামের ভিত্তিতে গোটা মানব সমাজের জন্য এই ন্যায়, ইনসাফ, শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করাই মুসলিম উম্মাহর মৌলিক মিশন। এ প্রসঙ্গে গোটা মানব গোষ্ঠীর প্রতি ইসলামের আবেদন ও আবেদনের তাৎপর্য অনুধাবন করাও অপরিহার্য। মানুষের সঠিক পরিচয় জানাও এক্ষেত্রে অপরিহার্য। ইসলাম মানব জাতিকে এক পরিবারভুক্ত, পরস্পরের ভাই বন্ধু ও পরম আত্মীয় হিসেবেই দেখিয়েছে। সমস্ত আসমানী কিতাব ও সহিফার দৃষ্টিতে নবী-রাসূলদের বক্তব্যের ভিত্তিতে মানুষের উৎস সম্পর্কে এক ও অভিন্ন তথ্যই উপস্থাপিত হয়েছে। আর তাহলো—সকল মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি এক আদমের সন্তান। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○ (سورة النساء اية : ١)

www.pathagar.com

অর্থ ঃ "হে মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদের একটি 'প্রাণ' থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা হতেই তার জোড়া তৈরি করেছেন এবং এ উভয় হতে বহু সংখ্যক পুরুষ ও নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই খোদাকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট হতে নিজের নিজের হক দাবী কর এবং আত্মীয়সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে বিরত থাক। নিশ্চিত জেন যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।" (সূরা আন নিসা ঃ ১)

এ আয়াতে মানবসৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ একমাত্র আল্লাহই মানুষের স্রষ্টা। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। অতঃপর সেই প্রাণ থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। সারা দুনিয়ার সকল মানুষ এই এক আদমের সন্তান।

এ প্রসঙ্গে কুরআন আরো বলছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ (سورة البقرة : ٢١)

অর্থ ঃ "হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই মালিকের দাসত্ব স্বীকার কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল লোকেরই সৃষ্টিকর্তা। তোমাদের আত্মরক্ষা করার উপায় এতেই নিহিত রয়েছে।"
(সূরা আল বাকারা ঃ ২১)

এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, আল্লাহই আগের ও পরের সব মানুষের স্রষ্টা। অতএব মানব সম্প্রদায় একটি পরিবারভুক্ত, একই আদমের সন্তান, এক আল্লাহর সৃষ্টি। মানব সম্প্রদায়কে এক অভিন্ন জাতি হিসেবে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল আম্বিয়ার ৯২ ও ৯৩ আয়াতে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ز وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ○(سورة الأنبياء : ٩٢)

অর্থ ঃ "তোমাদের এ উম্মত প্রকৃতপক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর।"

(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯২

وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ اِلَيْنَا رَاجِعُوْنَ –

অর্থ ঃ "কিন্তু (লোকদের কর্মকাণ্ড এই যে,) তারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে ; সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।" (সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯৩)

মানবগোষ্ঠী নিজেরা নিজেদের মধ্যে যেসব বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে সে সবের মীমাংসার জন্যে তাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে (জবাবদিহি করতে হবে)।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ط وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○(سورة البقرة : ٢١٣)

অর্থ ঃ "প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই পন্থার অনুসারী ছিল। (উত্তর-কালে এ অবস্থা বর্তমান থাকতে পারেনি, বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।) তখন আল্লাহ্ নবী-রাসূল প্রেরণ করলেন। তারা সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা ও বক্র পথের পথিকদের জন্য আযাবের

www.pathagar.com

ভয়-প্রদর্শনকারী ছিল এবং তাদের সংগে সত্যগ্রন্থ নাযিল করেন ; যেন সত্য সম্পর্কে লোকেদের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তার চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে। (এবং এসব মতবিরোধ এ কারণে সৃষ্টি হয় নাই যে, প্রথম দিকে লোকদেরকে প্রকৃত সত্যের কথা জানিয়ে দেয়া হয়নি।) মতবিরোধ তারাই করেছিল, যাদের মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। তারা উজ্বল নিদর্শন ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও শুধু এ জন্যই সত্যকে ছেড়ে বিভিন্ন পন্থার আবিষ্কার করেছে যে, তারা পরস্পরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতেই দৃঢ়সংকল্প ছিল। অতএব যারা নবীদের প্রতি ঈমান এনেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিজের অনুমতিক্রমে সেই সত্যের পথ দেখান, যে সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সত্যের পথ দেখিয়ে দেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৩)

এখানে মূল যে বিষয় তাহলো এক অভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবাণী এবং বাস্তবসম্মত দিক নির্দেশের জন্যে কিতাব দিয়েছেন। ঐ কিতাবের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে বিরাজমান মতভেদ ও মতপার্থক্য নিরসনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মানুষের মধ্যে এই যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে এটা মানুষের সীমালংঘনের কারণে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যুক্তিপূর্ণ হেদায়াত আসার পর নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য-বিভেদ জন্ম দিয়েছে। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হেদায়াতের মাধ্যমে ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর সাহায্যে এ থেকে মুক্তি লাভে সক্ষম হয়েছে। মূলতঃ মানুষের জন্যে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সিরাতুল মুস্তাকিম ও জীবন বিধানকে অবলম্বন করে মানুষ এ বিভেদ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

***

www.pathagar.com

৪

নবী-রাসূল ও কিতাব প্রেরণের লক্ষ্য ছিলো এক ও অভিন্ন

সৃষ্টির সেরা মানুষকে সঠিকভাবে জীবন যাপন ও দুনিয়া পরিচালনার বাস্তব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যতো নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে এবং যতো আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল এক ও অভিন্ন। আর তা হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যে ন্যায়, ইনসাফ, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সূরা হাদীদে এ কথাটাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج

অর্থ ঃ "আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদায়াতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সঙ্গে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"
(সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫)

এখানে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে—আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় যতো নবী-রাসূল এসেছে, যতো কিতাব নাযিল করা হয়েছে তা কেবল কোন গোষ্ঠীর ও সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়। বরং তা সকল মানুষের

www.pathagar.com

জন্যে, সমগ্র মানুষের জন্যে ন্যায় ও ইনসাফ নিশ্চিত করতে। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সা.) তাঁর নবুওয়াতের সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্যে বিশ্বজাহানের মালিক রাব্বুল আলামিন রাহমাতুল্লিল আলামিন হিসেবে পাঠিয়েছেন তাঁর নবুওয়াত সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ○ (سورة سبا : ٢٨)

অর্থ ঃ "আর (হে নবী) আমরা তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু অনেকেই তা জানে না।" (সূরা আস সাবা ঃ ২৮)

অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যেই তিনি প্রেরিত। সকল মানুষের জন্য তিনি শান্তি ও কল্যাণের বার্তাবাহক। মানুষের আদিপিতা আদম (আ.) প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। তারপর থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত যত নবী এসেছেন সকলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মূল আহবান ও কার্যক্রমের মধ্যে দারুন বিস্ময়কর অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এটা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতারও একটি অকাট্য দলিল। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ সোবহানাহু তা'আলা বলেন ঃ

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلاً ط قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ط وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ – (سورة الرعد : ٤٣)

অর্থ ঃ "এই অমান্যকারীরা বলে, 'তুমি খোদার প্রেরিত নও।' বল ঃ আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, তারপর এমন

www.pathagar.com

প্রত্যেক ব্যক্তির সাক্ষ্যই যে আসমানি কিতাবের ইল্‌ম জানে।"
(সূরা আর রা'দ ঃ ৪৩)

قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ط اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَايُوْحٰى اِلَىَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌمُّبِيْنٌ ○ سورة الاحقاف : ٩

অর্থ ঃ "হে মুহাম্মদ! বল আমি কোনো নতুন রাসূল নই (আমার পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছে)। আমার সাথে কী আচরণ করা হবে আর তোমাদের সাথেই বা কী আচরণ করা হবে তা কিছুই আমি জানি না। আমার কাছে যা অহী করা হয়, আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নই।" (সূরা আল আহকাফ ঃ ৯)

তুমি নতুন কোন রাসূল নও এ কথাটি আরো স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আশ্‌ শূরায় ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَاتَتَفَرَّقُوْافِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَاتَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ○ (سورة الشورى : ١٣)

অর্থ ঃ "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহ-কে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মাদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি। আর যার হেদায়াত আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ.)-কে দিয়েছি—এ তাকীদ সহকারে যে, কায়েম কর এই দ্বীনকে এবং এতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেওনা। এ কথাই এ মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ হয়েছে যার দিকে (হে

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ!) তুমি এ লোকদের দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে চান, আপন করে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে দেন, যে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে!" (সূরা আশ্ শূরা ঃ ১৩)

এ আয়াতের মূল বক্তব্য হলো শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) নতুন কোন দ্বীন নিয়ে আসেননি। তাকে সেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বই দেয়া হয়েছে, যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), মূসা ও ঈসা (আ.) আদিষ্ট ছিলেন। তাদের সকলের প্রতি নির্দেশ ছিল, মানুষের মাঝে ভেদাভেদ-বিভক্তির অবসান ঘটিয়ে সকল মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে ঐক্য সংহতি গড়ে তোলা।

কুরআনের আলোকে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে সকল নবী-রাসূল এবং সকল আসমানি কিতাবের প্রতি ঈমানের ঘোষণাকে অপরিহার্য করা হয়েছে ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ (سورة البقرة : ٢٨٥)

অর্থ ঃ "রাসূল সেই হেদায়াত (পথনির্দেশ)-কেই বিশ্বাস করেছে যা তাঁর পরোয়ারদিগারের নিকট হতে তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা এই রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছে তারাও সেই হেদায়াতকে মেনে নিয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহ, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাঁদের কথা এই ঃ আমরা আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট

www.pathagar.com

গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদের তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৫)

এখানে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে সমস্ত নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমানের ঘোষণার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরায়ে বাকারায় মুত্তাকির পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ (سورة البقرة : ٤)

অর্থ ঃ "যে কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবকেই বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।"
(সূরা আল বাকারা ঃ ৪)

শেষ নবীর প্রতি নাযিলকৃত কিতাব ও তার শিক্ষার প্রতি ঈমান আনার পাশাপাশি পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান আনাকেও সমপর্যায়ের অপরিহার্য বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর বাইরে আরো দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী আসমানি কিতাবের ধারক বাহক বলে দাবী করে। এদের এক গোষ্ঠী হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর নাযিলকৃত ইঞ্জিলের ধারক বাহক বলে দাবী করে বা বিশ্বাস করে। অপর গোষ্ঠী মূসা (আ.)-এর প্রতি নাযিলকৃত তাওরাতের ধারক বাহক বলে দাবী করে। আবার উভয় গোষ্ঠীই ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হিসেবে গর্ব করে। আমরা শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মাত হিসেবে এই তিন ব্যক্তিকেই আল্লাহর নবী হিসেবে শ্রদ্ধা করি। কুরআন শরীফে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা বিভিন্নস্থানে বারবার

www.pathagar.com

উল্লেখ করা হয়েছে। ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে এক পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ইয়াহুদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না, তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলিম।

ঐ দুটি আসমানি কিতাবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বনী ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত না হওয়ার কারণেই তারা মেনে নিতে পারেনি। ইসলামের অনুসারীগণ তাদের বিশ্বাসের অংশ হিসেবে যেহেতু সকল নবী-রাসূলদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে, অতএব সকল ধর্মের লোকদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ক্ষেত্রে তাদের জন্যে কোন বাধা নেই। বরং বাস্তব সত্য এটাই যে, কেবলমাত্র ইসলামের সফল ও সার্থক অনুসারীরাই পারে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ নিশ্চিত করতে। এখানে একটা কথা আমরা পরিষ্কার করা জরুরী মনে করি, তাহলো—শেষ নবীর উপর নাযিলকৃত আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ কিতাব কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সংরক্ষণ করেছেন, বিকৃতির হাত থেকে হেফাজত করেছেন, অন্যান্য আসমানি কিতাবের ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। কুরআন আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ কিতাব হওয়ার কারণে আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। অন্যান্য কিতাব যেহেতু শেষ কিতাব ছিল না এ জন্যে তার সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়নি। একজন নবীর শিক্ষা যখনি বিলুপ্ত বা পরিত্যক্ত হয়েছে তখনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী এসেছেন, কিতাব বা ছহিফাও এসেছে। মুহাম্মাদ (সা.) শেষ নবী, তাঁর পরে যেহেতু আর কোন নবী বিশ্বের কোথাও আসবে না, তাই সর্বশেষ কিতাব সংরক্ষণের এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা যার

www.pathagar.com

রিসালাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে, তিনি সকল নবী-রাসূলের সফল ও সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে সকলের শিক্ষাকে পরিপূর্ণরূপে ধারণ করেছেন। একইভাবে সর্বশেষ কিতাব হিসেবে আল-কুরআন ও সকল আসমানি কিতাব ও ছহিফার মূল শিক্ষাসমূহকে কুরআনেও ধারণ করা হয়েছে। তাই অন্যান্য কিতাব ও নবীদের প্রতি বাধ্যতামূলকভাবেই স্বীকৃতি দেয়া আমাদের ঈমানী কর্তব্য। কিন্তু অনুসরণ করতে হবে শেষ নবীকেই।

www.pathagar.com

৫

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি প্রসঙ্গে আলোচনার আগে আমরা রাসূলপাক (সা.)-এর একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী সামনে রাখতে চাই। তাতে তিনি তাঁর সময় থেকে নিয়ে ইতিহাসের সর্বশেষ অধ্যায় প্রসঙ্গে কয়েকটি পরিস্থিতির ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণনা মতে নবুওয়াতের যুগের পরের যুগটি খেলাফতে রাশেদার যুগ। তার পরবর্তী যুগ রাজতন্ত্রের। রাজতন্ত্রের যুগ শেষে আসার কথা যুলুমতন্ত্রের যুগ। এ যুলুমতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বশেষ অধ্যায়ে আবার কায়েম হওয়ার কথা নবুওয়াতের পদাংক অনুসারী খেলাফাত আলা মিন হাজিন নবুওয়াত।

বিশ্ব ইতিহাসের দিকে আমরা যদি তাকাই, তাহলে দেখা যাবে নবুওয়াতের যুগের পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্বে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে নবুওয়াতের পদাংক অনুসারী খেলাফতী শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। এরপরে যে রাজতান্ত্রিক যুগের আভাস দেওয়া হয়েছিল দীর্ঘ দিন যাবত দুনিয়াবাসী সেই শাসন ব্যবস্থা দেখারও সুযোগ পেয়েছে। এ রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানের প্রেক্ষাপটে যেসব শাসন ব্যবস্থা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা যে নামেই পরিচিত হোক না কেন মূলতঃ সেটি জুলুমতন্ত্র নামেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

www.pathagar.com

এক সময় পৃথিবী সমাজতান্ত্রিক ব্লক ও ধনতান্ত্রিক ব্লকে বিভক্ত হয়েছিল। মূলতঃ দুই তন্ত্রেরই মূল ভিত্তি ছিল জড়বাদ ও বস্তুবাদ, যা মানুষে মানুষে হানাহানি দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি ছাড়া মানুষকে প্রকৃত শান্তি কোন দিন দিতে পারেনি আর পারবেও না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বা ধনতন্ত্রের শোষণ মূলক ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহই জন্ম দিয়েছিল সমাজতন্ত্রের। এই সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা মানব জাতিকে চূড়ান্তভাবে এই সত্য উপলব্ধির সুযোগ করে দেয় যে, মানব রচিত কোন মতবাদ কোন তন্ত্র-মন্ত্রই মানুষের সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায়, ইনসাফ, নিশ্চিত করতে পারবে না, অবসান ঘটাতে পারবে না জুলুম, শোষণ, নীপিড়ন, নির্যাতনের। সমাজতন্ত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আত্মবিলুপ্তির পর আবার বিশ্ব পুঁজিবাদের করাল গ্রাসে নিপতিত হোক মানব সভ্যতার কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আজকের এক কেন্দ্রিক বিশ্বে নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার প্রতিষ্ঠার নামে নতুন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিশ্বায়নের নামে উপনিবেশিক শাসনের চেয়েও জঘন্যভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। এরফলে সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর দুর্ভোগ বাড়ছে। বিশেষভাবে গোটা মুসলিম বিশ্ব আজ এর ফলে চরম অসহায় ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছে।

বিশ্ব পরিস্থিতির এ পর্যায়ে বা এ অধ্যায়ে জাতিসংঘ একটা অকার্যকর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মূলতঃ এ প্রতিষ্ঠান এক কেন্দ্রিক বিশ্বের নিয়ামক শক্তির রাবারস্ট্যাম্পে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে অতীতের দুই কেন্দ্রিক বিশ্বের অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক বিশ্বের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তৃতীয় শক্তি হিসেবে গড়ে উঠার

www.pathagar.com

লক্ষ্যে যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাও মূলত এখন বিলুপ্ত প্রায়। মুসলিম উম্মাহকে হেফাজতের জন্য বিশ্বব্যাপী অর্থবহ ইসলামী ঐক্য গড়ে তোলার জন্য যে ও. আই. সি. গঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ সনে, তাও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সংকট মোকাবেলায় তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বর্তমানে গোটা মুসলিম বিশ্ব যে আগ্রাসী শক্তির লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে তার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া মুসলিম জাহানের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণে এ পরিস্থিতি উত্তরণের আপাতত কোন উপায় আছে বলেও মনে হয় না। তাই সঙ্গত কারণে মুসলিম বিশ্বে চলছে এক চরম হতাশা। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে যে যুগটাকে জুলুমতন্ত্রের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এটাই সেই যুগ। এব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। মুসলিম বিশ্বের উপর এ জুলুম-নির্যাতনের হাত সম্প্রসারিত হচ্ছে তথাকথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে। এ অধ্যায়টি ইতিহাসের সর্বশেষ অধ্যায় নয়। তাই আপাতঃ দৃষ্টিতে পরিস্থিতি যতই নাজুক হোক না কেন, যতই হতাশাব্যঞ্জক হোক না কেন, রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির প্রেক্ষাপটে অবশ্যই আসবে ইসলামের যুগ, খেলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়াতের যুগ।

ঈমানদার হিসাবে এ বিশ্বাসে বলিয়ান যারা, তারা কোন অবস্থায় হতাশা, নিরাশার শিকার হতে পারে না। আজকের বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বুকে নিয়ে যারা ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালনে নিয়োজিত, তাদেরকে আরও ইস্তেকামাতের সাথে ময়দানে টিকে থাকার কৌশলী ভূমিকা পালন করতে হবে। উম্মাহর ঈমানী চেতনা শাণিত করে

www.pathagar.com

ইসলামের বিজয়ের জন্যে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) নির্ধারিত পথে ময়দানী তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। বরং উত্তর উত্তর এ তৎপরতাকে আরো বেগবান ও জোরদার করতে হবে।

আমরা রাসূলে পাক (সা.)-এর ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ পর্যায় বা অধ্যায় সম্পর্কে যে আলোচনা করলাম এ সম্পর্কে মুসলমানদের চিরশত্রু ও জঘন্য শত্রু ইয়াহুদীবাদী, জায়নবাদী বুদ্ধিজীবীরা পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তাওরাতে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও যেমন তারা শেষ নবীকে মেনে নিতে পারেনি বরং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রসহ তার বিরুদ্ধে চর্তুমুখী চক্রান্ত করতে কসুর করেনি, তেমনি আজকের প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপি ইসলামী জাগরণ ঠেকাতেও তারা বদ্ধপরিকর। রাসূল পাক (সা.)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বিশ্বব্যাপী খেলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়াতের বা নবুওয়াতের পদাংক অনুসারী শাসন ব্যবস্থা যাতে কায়েম হতে না পারে, এ লক্ষ্যে দুনিয়ার সর্বত্র ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মূল হোতা এরাই।

মুসলিম দেশগুলো যখন এক এক করে উপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে, ঠিক তখনি তারা পরাশক্তির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ফিলিস্তিনে অবৈধ ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক সুদূর প্রসারী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মুসলিম বিশ্বের স্নায়ুকেন্দ্রে অবৈধ ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিলিস্তিনের আদিবাসীদের দেশান্তরে বাধ্য করার জন্যই মূলত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সূচনা করা হয়েছে। অথচ আজ এ সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে ইসলামী ব্যক্তিত্ব, সংগঠন তথা গোটা মুসলিম

www.pathagar.com

সমাজকে। বর্তমান বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমগুলো মূলতঃ ইয়াহুদীবাদী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। সেই সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উপরও তাদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বায়ন, মুক্ত বাজার অর্থনীতি, নারী ক্ষমতায়ন ইত্যাদি শ্লোগানের আড়ালে রয়েছে তাদের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা ও নীল নকশা বাস্তবায়নের কূটকৌশল। মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, আমলা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মগজ ধোলাই করে তারা মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী জাগরণ ঠেকাতে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধের অথবা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই যথেষ্ট সফল হয়েছে। বেশ কিছু দেশে রাষ্ট্র শক্তির মাধ্যমে তারা ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ক্ষেত্রেও বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছে। ভবিষ্যতে যাতে আর কোথাও ইসলামী আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সে জন্যে তারা তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্ব জনমত বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টাকে ব্যাপকতর করেছে।

আজকের বিশ্বে যারা ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখতে চায় তাদেরকে জায়নবাদী, ইয়াহুদীবাদী চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও নীল নকশা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। ইসলামে চরমপন্থা বা উগ্রবাদের কোন স্থান নেই। অথচ ইসলামের নামে কিছু উগ্রবাদী চরমপন্থী সংগঠনের নাম শুনা যায়। এর কিছু কিছু চরম জুলুম নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপও হতে পারে। কিন্তু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় এ জুলুম-নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া ভুল পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জায়নবাদী, ইয়াহুদীবাদী গোষ্ঠীর হাত রয়েছে। অতএব ইসলামপন্থী বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থাসমূহের নেতৃবৃন্দকে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে

www.pathagar.com

হবে। ইসলামের নাম সংযুক্ত করে যে সমস্ত ষড়যন্ত্র চক্রান্তমূলক সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে তার সাথে বিশ্বের কোন ইসলামী আন্দোলনের মূলধারার বা দায়িত্বশীল সংগঠনের সম্পর্ক নেই। পূর্ণ আস্থার সাথে এ ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলাম শক্তি বলে নয়, বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনার মাধ্যমে, মানুষের মন-মগজে ও চরিত্রে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে অতীতেও বিজয়ী হয়েছে, ভবিষ্যতেও এভাবেই বিজয়ী হবে। ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের চারিত্রিক নিষ্ঠা, উন্নত নীতি নৈতিকতা ও স্বচ্ছতা আজকের যুগসন্ধিক্ষণে একটি বিরল পুঁজি। পূর্ণ ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে ইসলামের নির্ভেজাল দাওয়াতী তৎপরতা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হলে সস্তা ও আপতত মধুর শ্লোগানে বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠী এ পূঁজির মূল্যায়ন অবশ্যই করবে। যদিও এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। জাতির রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষা সংস্কৃতির নিয়ামক শক্তি হিসেবে বিবেচিত গোষ্ঠীর কর্মকৌশলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অহেতুক তাদের বিরাগভাজন হওয়ার মত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়া যেমন চলবে না, তেমনি তাদের পাতানো ফাঁদে পা দেয়াও যাবে না। তাদের নীল নকশা বাস্তবায়নে ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করাও চলবে না। আবার ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তাদের আনুকূল্য লাভের নিঃস্ফল কোন উদ্যোগ নেয়াও চলবে না। ঈমানী ফেরাসাত (অন্তর্দৃষ্টি) ও দ্বীনি বাসিরাতের (দূরদৃষ্টি) অনিবার্য দাবী হলো উপরিউল্লিখিত ব্যাপারে ঈমানদার ব্যক্তিদের বিশেষ করে আলেম ওলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চোখ কান অবশ্যই খোলা থাকতে হবে।

www.pathagar.com

৬

ইসলামী আইন ও পশ্চিমা জগত

পশ্চিমা জগত সুকৌশলে মুসলিম রাজনীতিবিদ্ ও বুদ্ধিজীবীদের মুখে তথাকথিত মৌলবাদ, মিলিট্যান্ট ইসলাম ও টেররিজমের নিজস্ব পরিভাষা তুলে দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টির এবং ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াতে অনেকাংশে সফল হয়েছে। তারা একদিকে বলতে চায় "ইসলাম ভাল, আমরা ইসলামকে শ্রদ্ধা করি, তবে মৌলবাদ কোন অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়।" এ মৌলবাদ বিরোধী প্রচারণায় বাহ্যত ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করা হলেও তাদের মূল টার্গেট বিশ্বের কোথাও যেন শরীয়া বা ইসলামী আইন কানুন বাস্তবায়িত হতে না পারে। বিশ্বের দেশে দেশে যারা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শরীয়তের বিধি বিধান চালু করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকেই এ প্রচারণার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের এ অপবাদটি ইসলামী শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনরত কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্য প্রযোজ্য নয়। ইসলামী আন্দোলনের মূল ধারার প্রতিনিধিত্বকারী কোন সংগঠনই উগ্রবাদী বা চরমপন্থী কার্যক্রমের সাথে জড়িত নয়। এ অপবাদটির মাধ্যমে বিশ্বজনমত বিভ্রান্ত করার জন্যে শরীয়া আইনের বাস্তবায়ন যাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বরং অপছন্দনীয়, তারাই তাদের অপবাদের বাস্তবতা প্রমাণের জন্যে কিছু অপরিণামদর্শী মুসলিম নামধারী ব্যক্তি ও সংগঠনকে দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহার করছে। যার প্রতি আমরা আগেই ইঙ্গিত

www.pathagar.com

দিয়ে এসেছি। যারা ইসলামকে অপছন্দ করে, আল্লাহর দৃষ্টিতে যারা কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত তারা ইসলামী শরীয়া আইনের বাস্তবায়নের পথে বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালায়। আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করে তাগুতের পথে, খোদাদ্রোহী মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ "তারা ফুৎকারে আল্লাহর আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত হলো তিনি তার নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করেই ছাড়বেন। এটাকে তারা যতই অপছন্দ করুক না কেন। তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন সত্য ও বাস্তব সম্মত দ্বীন এবং হেদায়াত সহকারে একে সকল দ্বীন ও মতবাদের উপরে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, মুশরিকদের অপছন্দ সত্ত্বেও।"

এখানে দুটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে আসছে ; এক ঃ যারা ঈমানদার— আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত ও আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী তারা অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মানুষের সমাজে এবং আল্লাহর জমিনে চালু করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাবে। কাফের ও মুশরিক গোষ্ঠীর সমালোচনা, নিন্দাবাদ, বাধা ও প্রতিবাদের তারা কোন পরোয়া করবে না। সেই সাথে এ আস্থাও দৃঢ়ভাবে পোষণ করবে যে, কাফের-মুশরিকরা কখনই এটা মেনে নেবে না। তাদের এই বিরোধিতাকে, তাদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট বাধা প্রতিবন্ধকতাকে নিজেদের পথের সত্যতা, যথার্থতা ও অপরিহার্যতার বাস্তব প্রমাণ হিসেবেই গ্রহণ করবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আন্দোলন মানব জাতিকে মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার একটা বাস্তব ও কার্যকর প্রচেষ্টা। এ আন্দোলন সফল হলে কোন কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী মানুষের উপরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের

www.pathagar.com

কায়েমী স্বার্থ ভোগের সুযোগ পাবে না। ইসলামী দাওয়াতের অন্তর্নিহিত দাবী হলো এক আল্লাহর গোলামী ও দাসত্ব ছাড়া অন্য সকল দাসত্বের জিঞ্জির ভেঙ্গে ফেলা। প্রকৃতপক্ষে তওহীদে বিশ্বাস বা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা মানব জাতিকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়। মানুষকে মানুষের পরস্পরের ভাইয়ে পরিণত করে। কারো উপর কারোর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অথবা কারো গোলামী করার সুযোগ রাখে না।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী হলো, মানুষ সবাই এক আল্লাহর বান্দা বা দাস। আর তারা পরস্পর একে অপরের ভাই। কেউ কারো প্রভুও নয়, গোলামও নয়। ইসলামের এ বিশ্বজনীন আহবানে সাড়া দিয়ে বিশ্ববাসী যদি মানুষের উপর থেকে মানুষের সকল প্রকারের প্রাধান্য ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তাহলে আজকের বিশ্বরাজনীতি বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম যারা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের কায়েমী স্বার্থ ভোগের সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আশংকা আছে। একমাত্র এ কারণেই তারা বিশ্বের দেশে দেশে ইসলাম কায়েমের আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অবস্থান নিয়েছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক অনুদান ও সহযোগিতার নামে মূলতঃ যুগপৎভাবে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সুযোগ গ্রহণ করছে। আর এ বেড়াজালে বিভিন্ন দেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ইসলামের উত্থান ঠেকাবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। এর ফলে শুধু যে মুসলমানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই নয় বরং গোটা বিশ্ববাসী ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মুসলিম উম্মাহর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনের সকল জড়তা ও হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠে পশ্চিমা গোষ্ঠীর এ চক্রান্ত ষড়যন্ত্রকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে। তারা আমাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার যতই সবক দিক না কেন আমাদেরকে অমৌলবাদী হওয়ার যতই নসিহত করুক না কেন, তারা নিজেরা কখনো

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ নয়। তাদের বিকৃত ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা যুক্তির ধার ধারে না। তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণার নামে মূলতঃ ইসলাম নির্মূলের লক্ষ্যে এবং তাদের বিকৃত ধর্মীয় বলয় সম্প্রসারণের জন্যেই একের পর এক ক্রুসেড ঘোষণা করে আসছে। তারা কথায় কথায় গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বুলি আওড়ালেও তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামির ভিত্তিতে মুসলিম নিধন ও ইসলামী সংস্কৃতি উৎখাতের ক্রুসেড পরিচালনা করে চলেছে বিশ্বজনমত উপেক্ষা করে। ইসলাম কায়েম হলে এ গুটিকয়েক কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ থেকে বিশ্ববাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবে, মুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে সকল প্রকারের শোষণ, নিপীড়িন, নির্যাতনের কবল থেকে। এ কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এটা কখনো কোন অবস্থায় মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। ইসলাম এ গুটি কয়েক খোদাদ্রোহী মানবতা বিরোধী তাগুতী শক্তির স্বার্থের পরিপন্থী হলেও বিশ্বের জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্যে অবশ্যই কল্যাণকর। মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিবিদ বুদ্ধিজীবী ও আলেম সমাজকে এটা পরিষ্কারভাবেই বুঝতে হবে। যারা আজ মৌলবাদের ধূয়া তুলছে, ধর্মীয় উগ্রবাদী, চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচারণায় নেমেছে —তাদের মূল টার্গেট মানবতার মুক্তির সনদ আল্লাহ প্রদত্ত নবী-রাসূল প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করা। উপরিউক্ত প্রচারণা শুধু কথার কথা নয়, তাদের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধার দাবী আর একই সাথে মৌলবাদের নিন্দা একটি ধোঁকা ও প্রতারণা এবং মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার কূটকৌশল বৈ কিছুই নয়। বিশ্বের বিবেকবান মানব গোষ্ঠী তথা বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজকেও এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে। বিশ্বের বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর শান্তি এবং নিরাপত্তার স্বার্থে, বিশ্বকে সংঘাত, সংঘর্ষ, হানাহানি আর শোষণ থেকে মুক্ত করার স্বার্থে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। তাদের এ চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র আপাতত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে হলেও বাস্তবে তা গোটা বিশ্ববাসীর জন্যই ক্ষতিকর। বিশ্ববাসীর শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের পথে চরম বাধা প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। মানবতা মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে তাদের এ চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র মূলতঃ গোটা বিশ্বব্যাপী পশুত্ব ও পাশবিকতার প্রাধান্য বিস্তারের সামিল। মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সকল মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান যাদের কাম্য এ চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আজ হোক কাল হোক তাদের সোচ্চার হতেই হবে। তবে সময়মত বিশ্ববিবেক জেগে উঠলে বিশ্ববাসী দ্রুত সময়ের মধ্যে এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। তাই আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সকল বিবেকবান মানুষ এ ক্ষুদ্র কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর মানবতা বিধ্বংসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসুক।

◆◆◆

www.pathagar.com

৭

মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান অবস্থা

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা উপনিবেশিক শাসন আমলের চেয়েও করুণ এবং ভয়াবহ। উপনিবেশিক শাসন আমলে উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল। আজকের দিনে ষাটের অধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও প্যালেস্টাইনের নির্যাতিত মানুষের পক্ষে জুলুমবাজ সন্ত্রাসবাদী ইয়াহুদীদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্যের সুযোগ নেই। এমনকি খোদ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহেও জায়নবাদী, ইয়াহুদীবাদী গোষ্ঠীর খবরদারী ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলমানদের স্বাধীন দেশে ইসলামের কথা বলতে, ইসলামের দাবী তুলতে অজানা অদৃশ্য শক্তির হাতের ইশারায় কৃত্রিম বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইয়াহুদী খ্রীষ্টান পরিচালিত এন.জি.ও-দের অবাধ কার্যক্রমের সুযোগ দেয়া হলেও ইসলামী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে ন্যক্কারজনকভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এদের তহবিল সংগ্রহের উপরও বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত মুসলিম ধনী দেশগুলোর দানশীল ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত দানে পরিচালিত বদান্যতামূলক কাজের উপরও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার খবরদারী অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ইসলামী সংস্থাগুলো গরীব মুসলিম জনপদে মানবিক সাহায্য সহায়তা করতে গেলেও তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পশ্চিমাদের ভাষায় উগ্রপন্থী ধর্মীয়

www.pathagar.com

মৌলবাদীদের অবস্থান আবিষ্কারের জন্যে জঘন্যতম তথ্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। বানোয়াট তথ্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নির্লজ্জ ও নগ্ন হস্তক্ষেপ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার পরিণতি সুদূর প্রসারী হওয়ায় আজ প্রায় সর্বত্র মুসলিম জনপদ আতংকগ্রস্ত। এ পরিস্থিতিকে বলতে গেলে সকলেই উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছে, সকলের মধ্যে এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। কিন্তু মুখ খুলে সত্য কথাটি প্রকাশ করার সাহস-হিম্মত খুব কম লোকেরই আছে। মুসলিম বিশ্বের প্রায় সবদেশে জ্ঞানপাপী একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী ছাড়া বাকি সকলেই এ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ লালন করছে। ব্যক্তিগত আলাপ চারিতায় তার প্রকাশও করছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার মত সৎসাহস তাদের আছে বলে মনে হয় না। বর্তমান বিশ্বের ঘোষিত আন্তর্জাতিক আবহাওয়া ও পরিমণ্ডল মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিবেকের বিরুদ্ধে, উম্মাহর স্বার্থের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতেও বাধ্য করছে।

এ পরিস্থিতির ফলে একদিকে কিছু লোক আপোষকামিতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। ক্ষেত্র ভেদে কিছু লোক চরমপন্থা গ্রহণেও বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য আমরা একটু আগেও বলে এসেছি যে, এ চরমপন্থা গ্রহণের পেছনেও ইসলামের চিহ্নিত দুশমনদের পরিকল্পনাই কার্যকর হচ্ছে। তাদের সৃষ্টি করা পরিস্থিতির অনিবার্য পরিণতিতে এক শ্রেণীর মানুষ চরমপন্থা বেছে নিতে বাধ্য হতে পারে এবং এটা হলে তাদের লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে এটা জেনে বুঝেই তারা এ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর কিছু বান্দাকে এগিয়ে আসতে হবে। আপোষকামিতার শিকার হওয়াও চলবে না, চরমপন্থাও অবলম্বন

www.pathagar.com

করা যাবে না। মধ্যম পন্থায়ই উত্তম পন্থা, ইসলামী পন্থা। দ্বিধা সংকোচ পরিহার করে আল কুরআনে ঘোষিত মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে ইসলামের সঠিক দাওয়াত, নির্ভেজাল দাওয়াত, পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত উপস্থাপনের সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। আধুনিক বিশ্ব পরিস্থিতিকে সামনে রেখে যৌক্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবতা ও অপরিহার্যতা তুলে ধরার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালাতে হবে। সত্যের সাক্ষ্য বলতে যা বুঝায় তার সার্থক বাস্তবায়নে আল্লাহর একদল বান্দাকে নিরলস ভূমিকা পালন করতে হবে। মুসলিম উম্মাহর মৌলিক পরিচয় হলো, শেষ নবীর প্রতিনিধি হিসেবে তারা সকলেই দায়ী ইলাল্লাহ। এ দায়ী ইলাল্লাহর ভূমিকা পালনে সবাইকেই, বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে উদ্যোগী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এ দাওয়াতী তৎপরতাই ইসলামী শক্তির উৎস ও মুসলিম উম্মাহর উত্থানের পথ প্রশস্তকারী।

এতক্ষণ আমরা মুসলিম উম্মাহর অবস্থান বলতে বাইরের শক্তির চাপিয়ে দেয়া অবস্থার কথাই আলোচনা করেছি। মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও সুখকর নয়। বাইরের শক্তির সৃষ্ট পরিস্থিতির আকার আকৃতি ও প্রকৃতি থেকে নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আরো ভয়াবহ। মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে যারা রাষ্ট্র, প্রশাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে বিবেচিত তাদের মধ্যে রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, ইসলামী আদর্শের প্রতি আস্থাহীনতা এবং পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা। তাদের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ ও ক্ষমতায় টিকে থাকাসহ বিভিন্নমুখী সুযোগ-সুবিধা ভোগের মানসিকতা মূলত ইসলামের চিহ্নিত দুশমনদের ষড়যন্ত্র চক্রান্তের হাতকে এভাবে সম্প্রসারিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত করেছে। বিশেষ করে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্বের মুসলমানদের মনে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অব্যাহত প্রচেষ্টা এ পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। তার সাথে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে এক শ্রেণীর আলেমদের অযৌক্তিক মতপার্থক্য, সংকীর্ণতা এবং কুপমণ্ডুকতা। এদের মধ্যে দ্বীনের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অপরিপক্কতা, ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র ও কৌশল অনুধাবনে ব্যর্থতা ইসলামের দুশমনদের হাতকে শক্তিশালী করে চলেছে। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের সাথে বলতে হয়, অনুসন্ধানে জানা গেছে কখনো কখনো ক্ষুদ্র স্বার্থে এরা ইসলামের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিরোধী পক্ষের ক্রীড়নকের ভূমিকাও পালন করছে। উম্মাহর প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে এদের মধ্যে বাস্তব জ্ঞান বুদ্ধির যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ বিরোধী বিভিন্নমুখী তৎপরতা সম্পর্কে তাদের ন্যূনতম ধারণাও আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠী স্বার্থের ব্যাপারে এরা এতটাই অন্ধ যে, জাতীয় স্বার্থ ও উম্মাহর স্বার্থ নস্যাৎ করতেও তাদের মধ্যে কোন দ্বিধাবোধ সৃষ্টি হয় না।

দীনের উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও কোন কোন মহলের এক দেশদর্শিতা এবং ইসলামের মৌল শিক্ষার পরিপন্থী কার্যক্রম জনমনে বিভ্রান্তি, অনৈক্য ও নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে থাকে। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছে অনেকের উপস্থাপনা বিরক্তি ও বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। ইসলাম বিরোধী বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের হাতিয়ারকে শক্তি যোগায়। দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপের উপাদানও সরবরাহ করা হয়। মুসলিম উম্মাহর ওলামায়ে হক ও মোখলেছ দীনদার ব্যক্তিদেরকে এ অবস্থার নিরসনে কার্যকর, সোচ্চার এবং বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। জনগণের মাঝে ইসলামের প্রতি আবেগ থাকলেও ইসলামের সঠিক ধারণা ও চেতনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সাধারণ

www.pathagar.com

মানুষ তো দূরের কথা শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইসলামের সঠিক ধারণার অভাব সবচেয়ে বেশী। এমনকি এক শ্রেণীর ধর্মীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও সঠিক ধারণা সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়। এসব লোক ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত চতুর্মুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে। তাই বাইরের সৃষ্ট সমস্যার মোকাবিলার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ এ পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতিও আমাদের মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের মাঝে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত উপস্থাপন, ওলামায়ে কেরামের মধ্যকার মতপার্থক্যকে সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং সর্বস্তরের জনমনে ইসলামের সঠিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটানোর কার্যক্রম যুগপৎভাবে পরিপূর্ণ গুরুত্ব সহকারে আঞ্জাম দিতে হবে। অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উন্নয়ন ছাড়া বাইরের শক্তির মোকাবেলা করা কখনো বাস্তবসম্মত হতে পারে না।

www.pathagar.com

৮

মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব

মুসলিম উম্মাহ্‌র মূল দায়িত্ব হলো সারা দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য সত্য ন্যায়ের ধারক বাহক ও পতাকাবাহীর ভূমিকা পালন করা। কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্য-ন্যায়ের বাস্তব এবং জীবন্ত উদাহরণ উপস্থাপন করা। আমরা মুসলিম উম্মাহ্‌র করণীয় প্রসঙ্গে আল কুরআনের যে কয়টি আয়াতের উদ্বৃতি দিয়েছি তার মূল বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই। পূর্বে আলোচিত আয়াত ৩টি আমরা এখানেও আবার উদ্ধৃত করতে চাই—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُمْ ـ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ (سورة ال عمران : ١١٠)

অর্থ ঃ "এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা—যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল। এ আহলি কিতাবরা ঈমান আনলে তা তাদেরই পক্ষে কল্যাণকর হত, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায় ; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

www.pathagar.com

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

অর্থ ঃ "আর এভাবেই আমরা তোমাদেরকে একটি মধ্যম পন্থানুসারী উম্মাত বানিয়েছি, যেন তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হও, আর রাসূল যেন সাক্ষী হয় তোমাদের উপর।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥ (سورة المائدة : ٨)

অর্থ ঃ "হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দণ্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদের যেন এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে, (তার ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর। বস্তুত খোদাপরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল রয়েছেন।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৮)

এখন প্রশ্ন হলো, এ দায়িত্বটি মুসলিম উম্মাহ কিভাবে পালন করবে। সত্যের সাক্ষ্য পেশ করার এবং ন্যায় ইনসাফের পতাকাবাহী হওয়ার এ নির্দেশ পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করতে হলে মুসলিম বিশ্বের অন্তত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতৃস্থানীয় দেশে খেলাফতে রাশেদার আদলে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়া অপরিহার্য। মানুষের সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ তথা ন্যায় ও ইনসাফের ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর কাছে শিক্ষণীয় কিছু তুলে ধরতে হলে এর কোন বিকল্প নেই। আল্লাহর

www.pathagar.com

আইন কিতাবী আলোচনায় যতই উত্তম ও বাস্তব সম্মত বলে প্রচার করা হোক না কেন, বাস্তবে মুসলমানদের দেশে এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন ছাড়া জনগণের মনে এর প্রতি (ইসলামী আইনের) আকর্ষণ সৃষ্টি করা বাস্তব সম্মত নয়।

ইসলামের অর্থনীতি কিভাবে একটি কল্যাণকর ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ উপহার দিতে সক্ষম আজ বিশ্বের কোথাও এর জীবন্ত নমুনা দেখাবার সুযোগ নেই। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কিভাবে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে পারে, আইনের দৃষ্টিতে ছোট বড় ধনী গরীব সকলকে এক দৃষ্টিতে দেখতে পারে তারও বাস্তব প্রমাণ অনুপস্থিত। ইসলামের দণ্ডবিধি কিভাবে অপরাধ মুক্ত সমাজ গড়তে সক্ষম তার জন্যেও বাস্তব উদাহরণ ও বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপন জরুরী। এমনিভাবে সুদমুক্ত যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কি অবদান রাখতে পারে, শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে তারও বাস্তব দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা সত্যের সাক্ষ্যের অনিবার্য দাবী। এক কথায় ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে যে উন্নত এবং বাস্তব সম্মত নির্দেশনা দিয়েছে তা মানুষের সমাজে বিশেষ করে মুসলিম হিসেবে পরিচিত দেশগুলোতে বাস্তবে কার্যকর নেই কেন এ প্রশ্ন বিশ্ববাসীকে ইসলাম সম্পর্কে অনাগ্রহী করে তুলেছে। এ প্রশ্নের বাস্তব সম্মত উত্তর একটাই। আর তাহলো নবুওয়াতের পদাংক অনুসারী খেলাফতী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। আজকের বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি সত্যের সাক্ষ্যদাতার ভূমিকা পালন করতে হলে, তাদের স্ব স্ব দেশে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। রাসূল পাক (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবে অবশ্যই কাজটি দীর্ঘ মেয়াদী ও সুদূর প্রসারী কর্মপরিকল্পনা দাবী করে। সেই সাথে

www.pathagar.com

কাজটি বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণে খুব কঠিনও বটে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে অসম্ভব এবং দুঃসাধ্য নয়। এ বিশ্বাস ও আস্থা সহকারে দীর্ঘপথ অতিক্রম করার মত ধৈর্য এবং সংকল্প নিয়ে দ্বীন কায়েমের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেই হবে।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ কাজটি করতে গেলেই যেহেতু আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়, তাই কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশেষ করে সীরাতে রাসূলের আলোকে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সদা সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে। যাতে কোন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারী সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে। এক্ষেত্রে জনমত গঠন ও বিকল্প নেতৃত্ব উপস্থাপনে গণতান্ত্রিক পন্থার কোন বিকল্প নেই। এ বিষয়ে বিশ্বের দেশে দেশে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য ইসলামের চিহ্নিত প্রতিপক্ষের সুদূর প্রসারী নীল নকশার আলোকে বিশ্বের সর্বত্র চিন্তার ক্ষেত্রে বা তাত্ত্বিকভাবে দুইটি বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এর একটি হলো গণতন্ত্র হারাম। গণতান্ত্রিক উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শরীয়তসম্মত নয়। দ্বিতীয় তাত্ত্বিক বিভ্রান্তিটি এর সম্পূরক। আর তাহলো ইসলাম কায়েমের একমাত্র উপায় সশস্ত্র সংগ্রাম। এক শ্রেণীর অপরিণামদর্শী আবেগসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে এ তত্ত্ব দুইটি আকর্ষণীয় হলেও এর পরিণাম এবং পরিণতি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্যে বারবার ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হয়েছে। এখনো হচ্ছে, সামনেও হতে থাকবে। ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ধরনের চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে।

ইসলামী ব্যবস্থাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মূল দাবী সকল মানুষ এক আল্লাহর বান্দা। মানুষ পরস্পর একে অপরের ভাই। কেউ কারো প্রভু বা দাস নয়। ইসলামের শাসক বা নেতাদেরকে জনগণের

www.pathagar.com

খাদেমের ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রচলিত গণতন্ত্রের দর্শন বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের মূলধারার সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামী আন্দোলন যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অনুমোদন করে তা মূলত আল্লাহর সার্বভৌমত্বের যথাযথ স্বীকৃতির ভিত্তিতে। কুরআন সুন্নাহকে আইনের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব জনগণের প্রতিনিধি স্থানীয় আস্থাভাজন সরকারের উপর অর্পণ করা হবে। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলন সংগঠন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবক্তা সেই গণতন্ত্রকে হারাম বলার কোন শরয়ী ভিত্তি নেই। ইসলাম আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, কিন্তু আল্লাহ নিজেই কোন জাতির উপর তার এ নিয়ামত জোর জবরদস্তি চাপিয়ে দেয়ার নীতি গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ـ (الرعد : ١١)

অর্থ ঃ "প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ সেই পর্যন্ত জাতির লোকেরা নিজেদের গুণাবলীর পরিবর্তন না করে।" (সূরা আর রা'দ ঃ ১১)

অর্থাৎ একটি জাতি নিজে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে আগ্রহী এবং সচেষ্ট না হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না। আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা মতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কার্যক্রমই ইসলাম সম্মত। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে কোন কিছু চাপিয়ে দেয়ার প্রতি আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের (সা.) হাদীসের অনুমোদন নেই।

রাসূল (সা.)-এর সীরাতের শিক্ষা এবং বিশেষ করে মাক্কী জিন্দেগী ও মাদানী জিন্দেগীর কর্ম-কৌশল এ কথার বাস্তব প্রমাণ বহন করে। রাসূল (সা.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। মক্কাতেই প্রথম কুরআন নাযিল

www.pathagar.com

হয়। প্রথম তের বছর মক্কাতেই তিনি কঠোর পরিশ্রম করে সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ অব্যাহত রাখেন। কিন্তু মক্কাবাসী তার দাওয়াতে ব্যাপকভাবে সাড়া না দেয়ায় বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ না করায় সেখানে দ্বীন প্রথমে বিজয়ী হয়নি। দ্বীন সর্বপ্রথম বিজয়ী হলো মদীনায়। মদীনাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ভিত্তিতে। মদিনা বিজয়ের ঘটনা কোন সশস্ত্র সামরিক অভিযানের ফলে সংঘটিত হয়নি। এখানে কোন্ বল প্রয়োগের ন্যূনতম ভূমিকাও ছিল না। মদীনায় ইসলাম প্রথমে বিজয়ী হওয়ার এই ঘটনাটি সীরাতে রাসূলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা যেকোন বিচারে ষোলআনা, একশ' ভাগ গণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলতে মূলত আমরা মদীনার এ দৃষ্টান্তকেই অনুসরণ করি।

এখানে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানোই ঈমানের অনিবার্য দাবি। দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সাফল্য অবশ্যই আসবে। কিন্তু যেনতেন প্রকারে দ্বীন কায়েম করে ফেলতে হবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপরে এমন কোন বাধ্য বাধ্যকতা আরোপ করেননি। আমাদের মূল দায়িত্ব কতটুকু, করণীয় কতটুকু, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকলে ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীগণ বা ইসলাম কায়েমে আগ্রহী জনগণ যে কোন অস্থিরতা থেকে এবং ধৈর্যচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। যে কোন অস্থিরতা এবং ধৈর্যচ্যুতি মানুষকে হঠকারী এবং অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। দায়িত্বের পরিধি কতটুকু, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জবাবদিহির মধ্যে কোন্ জিনিসটি বিবেচনায় আনবেন, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে যেমন হতাশা, নিরাশা, অস্থিরতা ও ধৈর্যচ্যুতি থেকে মুক্ত থাকা যায় না, তেমনি হঠকারি ও অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত থাকাও সম্ভব হয় না।

আল্লাহ আমাদের কাছে এটা জানতে চাইবেন না যে, হযরত আবু বকর (রা.), ওমর (রা.)-এর মত খেলাফত আমরা কায়েম করতে

www.pathagar.com

পারিনি কেন ? আল্লাহ খোদ আমাদের কাছে জানতে চাইবেন, আর আলেমুল গায়েব হিসেবে তার নিজের কাছেও পরিষ্কার, তার দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টায় আমরা আন্তরিক ছিলাম কিনা ? সাধ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে আমরা দ্বীন কায়েমের জন্যে চেষ্টা করেছি কিনা ? এ চেষ্টা করাটাই আমাদের দায়িত্ব। এ চেষ্টার হক আমরা আদায় করলাম কিনা এটাই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিবেচ্য।

দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে জাগতিক সাফল্য অবশ্যই কাম্য। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা মতে ঈমানদারদের জন্য এটা লোভনীয়ও বটে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং রাসূল (সা.) প্রদর্শিত পথ ও পন্থা লংঘন করে নয়। ইসলামী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহকে রাজী খুশী করা, আখেরাতের নাজাত ও মুক্তি নিশ্চিত করা। এ আন্দোলনে পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মাগফিরাত এবং জান্নাতকে সর্বোত্তম পুরস্কার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। দুনিয়ায় দ্বীনের বিজয়ের বিষয়টিকে এনেছেন দ্বিতীয় পর্যায়ে। মূলতঃ দ্বীন বিজয়ী হলে মানুষের সমাজে ন্যায় ইনসাফ নিশ্চিত করা জনগণের সকলের শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা পালন করা ঐ সব লোকদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের চাওয়া পাওয়া বৈষয়িক জগতের উর্ধে কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে। আমাদের এ পর্যায়ের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু একটিই, আর তা হলো মদীনায় ইসলামের প্রথম বিজয় মদীনাবাসীর যে স্বতস্ফূর্ত সমর্থনের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়েছিল, আজকের দিনে আমরা যারা ইসলামী আন্দোলন করি তাদেরকে স্বদেশের জনগণকে সেভাবে তৈরী করে দ্বীনের বিজয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্যে যতদীর্ঘ পথ চলতে হোক না কেন, যত সময় লাগুক না কেন এ নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। তড়িঘড়ি করে সাফল্য লাভের প্রবণতা ধৈর্যহীনতার নামান্তর। তড়িঘড়ি কিছু পেতে চাওয়া অনেক সময় সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে আন্দোলনের বিজয়কে শত বছর পিছিয়ে দিতে পারে। ইতিহাসে এর অনেক করুণ নজির আছে।

www.pathagar.com

আমরা উপরের যে দুটি তাত্ত্বিক বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছি এর পেছনে ধৈর্যহীনতা ও অস্থিরতা জনিত হতাশা একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এ শ্রেণীর লোকদের হতাশাকে পুঁজি করে ইসলামী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা যাদের আছে তারা তাদেরকে হঠকারী ও চরমপন্থী হওয়ার ইন্ধন যোগায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলনের স্বাভাবিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার স্বার্থে এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক পদক্ষেপ অতীব জরুরী বিধায় আমরা বিষয়টি বারবার পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হচ্ছি। ভিতরের এ বিভ্রান্তি ও আত্মঘাতি অপতৎপরতা থেকে স্ব-স্ব দেশের ইসলামী আন্দোলনকে হেফাজত করা সম্ভব হলে বাহিরের শক্তির কোন চক্রান্ত ষড়যন্ত্র সফল হবে না—ইনশাআল্লাহ।

বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে দেয়া এ মহান দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহ পালন করতে পারলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে এর অস্তিত্ব নেই। এটা কায়েম হতে হলেও দীর্ঘ পথ চলতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এ কারণে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমাদের আর কিছু করার নেই এ চিন্তাও সঠিক নয়। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সত্য ন্যায়ের বাস্তব সাক্ষ্য যেভাবে দেয়া সম্ভব সেভাবে না হলেও মুসলিম উম্মাহর সক্রিয় ও দায়িত্বশীল জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে দা'য়ীর ভূমিকা পালন করতে হবে। দাওয়াতে দ্বীনের কাজকে যার যার অবস্থানে থেকে প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। দা'য়ীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে উন্নত চরিত্রের বাস্তব নমুনা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার প্রয়াস চালাতে হবে। বর্তমান বিশ্ব একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যেমন অমুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশের মানুষদের যাওয়া আসা আছে, তেমনি অমুসলিম দেশেও মুসলিম জনগণের আসা যাওয়া আছে। আবার অনেকে স্থায়ীভাবেই বিভিন্ন দেশে

www.pathagar.com

বসবাস করছেন। সকল ক্ষেত্রে যদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ঈমানদার মানুষ বিভিন্ন পেশায় সততা ও স্বচ্ছতার জীবন্ত নমুনা উপস্থাপনে সক্ষম হয়, তাহলে তা দুনিয়াবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সহায়ক হতে পারে। মুসলমানদের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্বে ইউরোপ আমেরিকায় ইসলামের প্রতি অমুসলিমদের আকর্ষণ ধীরগতিতে হলেও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম গ্রহণের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সম্ভবনাকে পরিকল্পিত ও সংগঠিত প্রচেষ্টার আওতায় আনতে পারলে এর গতি আরো দ্রুততর হতে পারে। অতীতে বিশ্বের দেশে দেশে ইসলাম প্রসারের পেছনে মুসলিম পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও ব্যবসায়িক সততা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। আজকের দিনে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের যোগাযোগ, লেনদেন এবং ভাবের আদান প্রদানের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, মুসলমানগণ দ্বীন ও ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে সক্ষম হলে, আল্লাহর সাহায্যে বিশ্ব পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হয়ে অভাবিত সুযোগ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি আপাতত দৃষ্টিতে যতই প্রতিকূলই হোক না কেন, নতুন মোড় নেয়ার অপেক্ষা করছে। বিশ্বের বিবেকবান মানুষের কাছে বুদ্ধি বৃত্তিক উপায়ে, বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় ইসলামী জীবন আদর্শের বাস্তব দিকগুলো উপস্থাপন করতে পারলে এবং ইসলামী ব্যক্তিদের স্বচ্ছতা, ন্যায় নিষ্ঠা, সততা ও ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্রের বিষয়ে জানার সুযোগ হলে প্রতিকূল এ পরিস্থিতির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো, ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা এবং নাম সর্বস্ব এক শ্রেণীর মুসলমানদের কার্যক্রম ও আচার আচরণ বিশ্বজনমতের উপর এ ব্যাপারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে মুসলিম উম্মাহর নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী ও ওলামায়ে কেরামকে দেশের ভিতরে বাইরে ইতিবাচক

www.pathagar.com

প্রচারের উদ্যোগ নিতে হবে। বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এ ভুল ধারণা নিরসনে উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা যে উদ্যোগের কথা বলে আসছি, এগুলো কোন না কোনভাবে ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য দেশে চলে আসছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এটাকে আরো জোরদার ও বেগবান করতে হবে। এটাই আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য। বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ, মিডিয়ার যুগ। আর এ মিডিয়ার সিংহভাগ ভূমিকা হলো ইসলামী উম্মাহ ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের বিরুদ্ধে। বর্তমানে সৃষ্ট প্রতিকূল অবস্থার জন্যে তথ্য সন্ত্রাসের ভূমিকাই মুখ্য। আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে এ প্রতিকূলতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং উভয় মিডিয়ার বর্তমান লক্ষ্য বস্তু ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বজনমত বিভ্রান্ত করে ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করা। পরিস্থিতির দাবী মিডিয়ার মোকাবেলা মিডিয়া দিয়ে করা। কিন্তু যতদিন কোন রাষ্ট্র শক্তি না এগিয়ে আসছে ততদিন বাস্তবে এটা সম্ভব নয়। সরকারের বাইরে বিভিন্ন দেশে সম্পদশালী মুসলিম ব্যবসায়ী যারা সওয়াবের আশায় প্রচুর দান খয়রাতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে এ বিষয়ের কোন গুরুত্ব নেই। ফলে মিডিয়ার জগতে এখনো পর্যন্ত ইসলামপন্থীদের বাস্তবে কোন ভূমিকা নেই। এতদসত্ত্বেও হাল ছাড়া চলবে না। ময়দান ছেড়ে পালানোর প্রশ্নই উঠে না। এ ময়দানে নিজেদের শক্তি সংগঠিত করে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য মুসলমানদের শক্তি যতটুকু আছে তা সংযোজিত করে এ পরিস্থিতি মোকাবেলার উপায় বের করতে হবে এবং বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই সাথে ইসলামী আদর্শ এবং ইসলামের অনুসারীদের ঈমান ও তাকওয়া ভিত্তিক চরিত্র—এ পুঁজির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্য সন্ত্রাসকে মিথ্যা প্রমাণে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্যে নিজেদের এ পুঁজিকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে এবং বিশ্ববাসীকে, অন্তত বিশ্বের বিবেকবান ব্যক্তিদেরকে এটা জানা, বোঝার ও উপলব্ধি করার

www.pathagar.com

সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। উম্মাহর এ দায়িত্ব পালনে সফল নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব ইসলামী সংগঠনসমূহের এবং উম্মাহর বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী ও আলেম সমাজের। এ পর্যায়ের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে সমন্বিতরূপ কিভাবে দেয়া যায় সেজন্যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মতের আদান প্রদানের মাধ্যমে পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আজকের অশান্ত ও অস্থির এ বিশ্ব পরিস্থিতি শান্তির অন্বেষীদের জন্যে নতুন বার্তা উপস্থাপনের দায়িত্ব সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহর। এ দায়িত্ব পালনে নেতৃত্ব দিতে হবে মুসলিম চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবী ও আলেম সমাজকেই। সংঘাত সংঘর্ষ নয়, হিংসা বিদ্বেষ নয়, পারস্পরিক আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতা এবং শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি সময়ের দাবি। বিশ্বমানবতাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার এটাই একমাত্র উপায়। বিশ্ববাসীর জন্যে এ শান্তির উদ্যোগী ভূমিকা মুসলিম নেতৃবৃন্দকেই নিতে হবে।

সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ের সিদ্ধান্তকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় ও সংলাপের যতটাই সুযোগ গ্রহণ করা যায় তার সদ্ব্যবহার করতে হবে।

www.pathagar.com

৯

মুসলিম এন.জি.ও. প্রসঙ্গ

উম্মাহ্‌র বর্তমান দুঃসময়ে তাদের আর্থসামাজিক অভাব অনটনের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন এন.জি.ও এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ধনী দেশ সমূহের বিপুল অর্থ সাহায্যে সমৃদ্ধ হয়ে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে। এর মোকাবেলায় যথেষ্ট না হলেও কিছু বেসরকারী ব্যক্তিদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কিছু কিছু মুসলিম দেশের অনুমোদিত এন.জি.ও-দের তৎপরতা কিছুটা হলেও মুসলমানদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রেখে আসছে। কিন্তু এরাও আন্তর্জাতিক তথ্য-সন্ত্রাসের ফলশ্রুতিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ বাধা দূর করার ক্ষেত্রে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে যথাযথ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। এদের অরাজনৈতিক তৎপরতা ও দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখার মত কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চিত্রিত করে মানবতার সেবা করার পথেও কৃত্রিম বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। মুসলিম দেশের মিডিয়া এবং প্রশাসনও এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিষয়টি শুধু দুঃখজনক নয়, চরম লজ্জাকরও বটে। এ মুসলিম এন.জি.ও-গুলোর কর্মধারার কিছুটা গুণগত অবস্থান পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন আছে। গরীব মুসলিম দেশগুলোর প্রধান সমস্যা অশিক্ষা এবং দারিদ্র। তাই তাদের তৎপরতায় শিক্ষা সম্প্রসারণ, দারিদ্র বিমোচন ও

www.pathagar.com

আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। মসজিদ ও এতিমখানা নির্মাণ, রোজাদারদের মাঝে ইফতার বিতরণ ও গরীবদের কাছে কোরবানীর গোশত পৌছানো অবশ্যই ভাল কাজ, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মাধ্যমে উম্মাহর দারিদ্র বিমোচন ও উন্নতি অগ্রগতি অর্জন বাস্তব সম্মত নয়। বিভিন্ন অমুসলিম দেশ ও সংস্থার আশীর্বাদপুষ্ট বিভিন্ন এন.জি.ও. সংগঠন উম্মাহর সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করছে। সেই সুযোগে তাদের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধে ধ্বস নামানোর অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তার সার্থক মোকাবেলা করতে হলে আমাদের উপরিউক্ত পরামর্শটি মুসলিম এন.জি.ও.-গুলোর কর্মকর্তাদের এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক দানশীল ব্যক্তিদের বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য আমরা অনুরোধ করব।

www.pathagar.com

১০

মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

এবার মুসলিম বিশ্বের শাসক ও নেতৃবৃন্দ সর্ম্পকে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন, রাষ্ট্র ও প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনায় যারা নিয়োজিত আছেন, আর বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে—ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও সঠিক ধারণালাভের তেমন একটা সুযোগ তাদের হয়নি। প্রধানত আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। আলেম ওলামার সাথে এদের উঠাবসা, মত বিনিময় ও আলাপ আলোচনার পরিবেশও তেমন নেই। বরং উপনিবেশিক আমলে মুসলিম সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মোল্লা ও মিস্টার তৈরীর যে সুদূর প্রসারী উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তার অবসান তো হয়নি ; বরং উত্তরোত্তর এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একশ্রেণীর আলেমদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব, আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার জওয়াব দেয়ার অক্ষমতা এবং আধুনিক শিক্ষিতদের প্রতি সহানুভূতি হীন কটাক্ষ করার প্রবণতা এ বিভেদকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। উম্মাহর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে এ অবস্থার অবসান ঘটাতে উম্মাহর অভিভাবক আলেম সমাজকেই অগ্রণী ও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

আধুনিক শিক্ষিতদের প্রতিপক্ষ বিবেচনা না করে, তাদেরকে সহায়ক শক্তিতে পরিণত করার বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে আলেম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। উম্মাহর সমস্যা নিরসনের জন্য আধুনিক শিক্ষিতদের নেতৃত্ব যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি বর্তমান অবস্থায় শুধু আলেম সমাজের পক্ষেও কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ নেই। জাতির মধ্যকার বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে মোল্লা ও মিস্টার এ পার্থক্য মুছে ফেলে আলেম-ওলামা এবং আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে অর্থবহ ঐক্য, সংহতি, সহযোগিতা বর্তমান সময়ের দাবী।

কুরআন-হাদীস ভিত্তিক ইসলামের মৌলিক আহ্বানের ক্ষেত্রে জ্ঞানী আধুনিক শিক্ষিতদের আলেম ওলামার সহযোগিতা নেয়ার প্রয়োজন আছে। তেমনি আধুনিক যুগের রাষ্ট্র প্রশাসন ও আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে আলেম সমাজকে আধুনিক শিক্ষিতদের কাছ থেকে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যথেষ্ট জানার ও বুঝার আছে। তাই উপনিবেশবাদী শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থার কুফল স্বরূপ সৃষ্ট আধুনিক শিক্ষিত এবং আলেম সমাজের মধ্যে পরস্পর ঘৃণাবোধ ছাড়াও নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করে সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে পরস্পরের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণকারী এ শক্তিকে উপেক্ষা করে অথবা এদের মধ্যে ইসলামের সঠিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি না করে ইসলামী শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে পারে না। তাই এ শ্রেণীর সাথে মত বিনিময়-যোগাযোগ ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেম সমাজের প্রধান কর্তব্য যা অগ্রাধিকার ভিত্তিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। আমরা ইতোপূর্বে অমুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ, সরকারী-বেসরকারী সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে যেসব ভুল ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝির প্রসঙ্গ

www.pathagar.com

আলোচনা করেছি। আমাদের নিজেদের ঘরের সন্তান উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যারা রাষ্ট্র যন্ত্রের ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, যারা দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতির শক্তি হিসাবে বিবেচিত, ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণার মাত্রাও কোন অংশে কম নয়। সরাসরি আলাপ আলোচনা হলে ইসলামী শক্তিকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেলে অনেকাংশেই তাদের ভুল ধারণা দূর হবে। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো পরিশ্রমলব্ধ, সময় সাপেক্ষ ও তুলনামূলকভাবে একটু কষ্ট সাধ্য হতে পারে, কিন্তু এটা মোটেও অসম্ভব কিছু নয়।

আলাপ-আলোচনা ও ব্যক্তিগত সাহচর্যের ফলে সকলের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না আসলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে, বাদবাকিদের নেতিবাচক মন-মানসিকতার পরিবর্তন না হলেও মাত্রা কমবে এতে সন্দেহ নেই। দা'য়ী হিসেবে আমাদের দাওয়াতী তালিকায় এ শ্রেণীকে অবশ্যই রাখতে হবে।

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ষড়যন্ত্রই ইসলাম কায়েমের পথে প্রধান বাধা। এসব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী শক্তিসমূহের মূলে রয়েছে জায়নবাদী ও ইহুদীবাদী গোষ্ঠী ও তাদের দোসর পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠী। তাদের সর্বশেষ কর্মকাণ্ড তথাকথিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নগ্ন হস্তক্ষেপের মত অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও মর্যাদাহানিকর ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে। অপরদিকে বিশ্বায়নের শ্লোগান ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দ্বার রুদ্ধ করা হচ্ছে। বলতে গেলে বিভিন্ন গরীব দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বই অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার

www.pathagar.com

জন্যে ব্যাপক গণসচেতনতার কোন বিকল্প নেই। তাই আধুনিক শিক্ষিত সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির মনে মগজে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করার পাশাপাশি দাতাগোষ্ঠীর দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী শর্ত মেনে নেয়ার অশুভ পরিণাম পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সোচ্চার ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তেমনি সাধারণ জনগণকেও এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। বিভিন্নমুখী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের মোকাবিলার জন্যে জনমত একটা বড় ফ্যাক্টর। তাই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীর যেসব শর্ত আমাদের সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধ বিরোধী, আত্মমর্যাদার পরিপন্থী, দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী—সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে একটা পর্যায়ে সোচ্চার ভূমিকায় আসতে হবে।

বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর অযৌক্তিক শর্ত মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের প্রতিনিধিত্বকারীদের দুর্বল ভূমিকাও একটা বড় কারণ। দেশ ও জাতির প্রতি কমিটমেন্ট এবং বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে নিজেদের দেশ ও জাতির স্বার্থের পক্ষে যথাযথ ভূমিকা পালন করলে ঐসব শর্তকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এক্ষেত্রে দুটি দুর্বলতার কারণে মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণ এটা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

এক. নিজেদের দেশ ও জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যথাযথ কমিটমেন্ট বা অঙ্গীকারের অভাব। নিজের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব মৌলিক চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার অভাব, নিজেদের হীনমন্যতাবোধ, দাতাগোষ্ঠী-সাহায্য সংস্থার যেনতেন প্রকার আনুকুল্য পাওয়ার মন-মানসিকতা, ক্ষেত্র ভেদে ব্যক্তি স্বার্থের কাছে জাতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া দুঃখজনক। দাতাগোষ্ঠীর কাছে নিঃশর্ত

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণের মন-মানসিকতা যা কোন দেশ ও জাতির জন্য কোন অবস্থাই কাম্য হতে পারে না।

দুই. নিজের দেশের স্বার্থের পক্ষে আত্মপ্রত্যয় ও আস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনা ও নেগোসিয়েশনে ভূমিকা পালনের অক্ষমতা। বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা ও দাতাগোষ্ঠীর কাছে যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে তাদের বিবেকের কাছে সঠিক বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারলে তারা আমাদের সমস্যা অনুধাবন করতে বাধ্য। আমরা এ ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছি কিনা বিষয়টি গভীরভাবে মূল্যায়ণের দাবী রাখে।

উপরিউক্ত দুর্বলতা দু'টি কাটিয়ে উঠার জন্য মুসলিম বিশ্বের সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের গভীরভাবে ভেবে দেখার সাথে সাথে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। এরপরও সমস্যার সমাধান যদি ব্যাহত হয় তাহলে স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়ার অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ হিসেবে খোলা থাকবে গণসচেতনতা ও সোচ্চার জনমত।

www.pathagar.com

১১

চাই একদল নিউক্লিয়াসের ভূমিকা পালনকারী লোক

বর্তমানে বিশ্বায়নের শ্লোগানের ছদ্মাবরণ ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির মোড়কে তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হচ্ছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উপরে নগ্ন আগ্রাসন চালানো হচ্ছে। এসব কিছু থেকে মনে হয় উপনিবেশিক শাসনের অবসান হলেও তাদের উপনিবেশবাদী মন মানসিকতার অবসান হয়নি। বরং পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে নয়া উপনিবেশবাদের জাল বিস্তারের জন্য নতুন নতুন শ্লোগান আবিষ্কার করা হচ্ছে। সেই সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থাসমূহের একতরফা, একপেশে শর্ত আরোপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজনৈতিক সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে শিক্ষা সংস্কৃতিকেও। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত স্বাধীন হওয়ার পর যারা এসব দেশের শাসন ভার গ্রহণ করেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন উপনিবেশিক শাসকদের মানস সন্তান। উপনিবেশিক শাসন আমলের শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্ট নেতৃত্ব। মুসলিম বিশ্বের এসব দেশে উপনিবেশবাদী শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর যারা নেতৃত্ব দিয়েছে

www.pathagar.com

তাদেরকে উপনিবেশবাদের সৃষ্ট ফার্স্ট জেনারেশন বলা যায়। পরবর্তী পর্যায়ের বা প্রজন্মের নেতৃত্বকে তাদের মনের মত করে গড়ে তোলার জন্যে উপনেবিশবাদীদের নতুন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে এন.জি.ও. সংস্থাসমূহের বিস্তৃত জাল। এর মাধ্যমে ব্যাপক আর্থসামাজিক উন্নয়নের সহায়তার শ্লোগান থাকলেও, দারিদ্রবিমোচন এবং আত্মকর্মসংস্থানের আপত মধুর নীতি বাক্য প্রচার করা হলেও বাস্তবে এর মাধ্যমে তথাকথিত সিভিল সোসাইটি গড়ে তোলার অপকৌশলটিই লক্ষণীয়। এ সোসাটির নতুন শ্লোগান রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে উপস্থাপিত হচ্ছে তার পেছনেও রয়েছে এ নয়া উপনিবেশবাদ গড়ে তোলার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা। এক সময় লায়ন্স ক্লাব, রোটারী ক্লাব প্রভৃতি জাতীয় সংস্থার মাধ্যমে যেসব সোশাল এলিটদেরকে তাদের মানস সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই প্রচেষ্টার মাত্রাকে আরো বাড়তি শক্তি যোগান দেয়ার জন্য আজ সিভিল সোসাইটির শ্লোগানটি বিকল্প রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী আদর্শবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের এটিও একটি আধুনিক সংস্করণ। এ বিষয়েও ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও আলেম সমাজের সম্যক উপলব্ধি অপরিহার্য। সেই সাথে এ ব্যাপারে গণসচেতনতা গড়ে তোলাও বর্তমান পরিস্থিতির অনিবার্য দাবী। এ সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি ও চেতনার অভাবে মুসলিম উম্মাহর আরেক বার প্রতারিত হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

আমরা আল কুরআনের আলোকে মুসলিম উম্মাহর যে পরিচয় পাই, কুরআনের আলোকে মুসলিম উম্মাহর উপর বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি যে দায়িত্ব বর্তায়, বর্তমান মুসলিম উম্মাহ সেই দায়িত্ব পালনের অবস্থানে

www.pathagar.com

নেই। বিশ্ববাসীকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করার এবং তাদের সার্বিক ব্যাপারে নেতৃত্ব দেয়ার অবস্থানে যেতে হলে নিজেদের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উন্নতি বিধান ছাড়া এটা সম্ভব হতে পারে না। তাই বর্তমান অবস্থায় উম্মাহকে ইসলামী আদর্শের উপর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য উম্মাহর অভিভাবক হিসেবে ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও আলেম সমাজকে কৌশলী ভূমিকার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ তর্ক-বিতর্ক, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘর্ষের পথ পরিহার করে কালেমায় বিশ্বাসী সকল মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সংহতি ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পারস্পারিক ভুল বোঝাবুঝির জন্ম দেয়, বিভেদ সৃষ্টির কারণ ঘটায়, এমন সব কথা ও কাজ পরিহার করে ঐক্যের সূত্রগুলোকেই ইতিবাচক ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী এটাকে ব্যাপক ঐক্যের ভিত রচনার জন্যে কাজে লাগাতে হবে। পরিস্থিতির যথাযথ উপলব্ধিই এ বাঞ্ছিত ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক ও নিয়ামক শক্তি। তাই পরিস্থিতি উপলব্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া অপরিহার্য। কুরআনে কারীমে মুসলিম উম্মাহর উপর অর্পিত এই সাধারণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের জন্যে উম্মতের একটি ক্ষুদ্র অংশকে নিউক্লিয়াসের ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ (سورة ال عمران : ١٠٤)

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতে হবে, যারা নেকী ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভাল ও সত্য কাজের নির্দেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সার্থকতা লাভ করবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

www.pathagar.com

এ ক্ষুদ্র অংশটির যুগপৎ দায়িত্ব হলো, উম্মাহ হিসেবে মুসলমানদেরকে দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্যে তৈরি করা, উদ্বুদ্ধ করা এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করা। অপরদিকে বিশ্বসম্প্রদায়ের তথা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে চলমান বিশ্ব পরিস্থিতির সমাধান সহ মানুষের সার্বিক সমস্যার সমাধান, সুখ-শান্তির ও ন্যায়-ইনসাফের নিশ্চয়তা বিধানের মহা সনদ হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করা। এখানে অমুসলিম বিশ্বের লোকদের কাছে ইসলামের উপস্থাপনের মাধ্যমে যেমন ইসলামের সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও বাস্তবমুখী কল্যাণকর দিকগুলো উপস্থাপন করতে হবে। তেমনি মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টাও থাকতে হবে।

এ দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটির জন্যে এক ধর্মের উপর আরেক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচলিত ধারার বিতর্ক অনুষ্ঠান পরিহার করে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা এবং সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় কিভাবে তা খুঁজে বের করতে হবে। আন্ত-ধর্মীয় সংলাপ, গোলটেবিল বৈঠক ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা অধিকতর ফলপ্রসু হতে পারে। যে সমস্ত ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও আলেমের মোটামুটি একটা আন্তর্জাতিক পরিচয় রয়েছে তারা এ বিষয়টিকে গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে পারেন। এছাড়া ইসলামী চিন্তাবিদ, মনীষী ও আলেমদের পক্ষ থেকে সরকারী বেসরকারী যে সমস্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রেখে আসছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও মতবিনিময়ের ধারাবাহিক কর্মসূচী গ্রহণ করে অন্তত তাদের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণায় পরিবর্তন আনা এবং তাদের নেতিবাচক মনোভাবের অবসান ঘটানো সম্ভব।

www.pathagar.com

আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করছি অপপ্রচার, মিথ্যা প্রচার, বানোয়াট তথ্য সন্ত্রাসের কারণে অমুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তি ও সংগঠন সম্পর্কে ব্যাপক ভুল ধারণা ছাড়াও ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। বারবার দেখা-সাক্ষাত, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ ভুল ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝি দূর করা অনেকাংশেই সম্ভব। আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এটা উপলব্ধি করেছি। তাই এ ভুল বুঝাবুঝি ও ভুল ধারণা দূর করার বাস্তব পদক্ষেপ এবং পরিকল্পিত কর্মসূচী দা'য়ীর দায়িত্বের আওতাভুক্ত একটি অতীব গুরুত্ব পূর্ণ কাজ। বিশ্বের ইসলামী নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়টির উপর সেভাবেই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর দাওয়াতী তৎপরতায় লক্ষ্য করা যায় সমসাময়িক সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে দাওয়াত পৌছানো প্রাথমিকভাবে অগ্রাধিকার পেয়েছে। আজকের বিশ্বায়নের যুগে যেহেতু গোটা বিশ্ব পরিস্থিতি আন্তর্জাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, কাজেই এ নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি ইসলামের দাওয়াত কবুল করুক আর নাই কারুক, দাওয়াতে হকের মূল্যায়ন করুক আর নাই করুক, দাওয়াতের দায়িত্ব আদায়ের জন্য তাদের কাছে ইসলামের কথা, ইসলামের বক্তব্য পৌছাতে হবে। তাদের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণা পরিবর্তনের জন্যে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালাতেই হবে। ফলাফল নেতিবাচক হবে কি ইতিবাচক এ বিবেচনার এখানে সুযোগ নেই। দা'য়ী হিসেবে আল্লাহ তা'আলার কাছে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য, জবাবদিহি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ কাজটি সম্পাদন করা উম্মাতে মুসলেমার অভিভাবক স্থানীয় আলেম, ওলামা ও নেতৃবৃন্দের একটা বড় দায়িত্ব-কর্তব্য। এ দায়িত্ব যথাযথ গুরুত্বসহ পালন করলে কিছুটা হলেও বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিতে ইতিবাচক ফল লাভের আশা করা যায়।

মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদেরকে সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে ঠাণ্ডা মাথায় ধৈর্যের

www.pathagar.com

সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক কাজগুলো এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সেই সাথে প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল বানাতে শত্রু কমানো ও বন্ধু বাড়ানোর কৌশলী ভূমিকার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সর্বোপরি ইসলামের প্রতিপক্ষের পাতা ফাঁদে পা দেয়ার ভুল পদক্ষেপ ও আত্মঘাতি তৎপরতা এবং প্রবণতা থেকে যে কোন মূল্যে ইসলামী আন্দোলনকে হেফাজত করতে হবে। এটাই আজকের প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে ইসলামী নেতৃত্বের নিকট দ্বীনি বাছিরতের অনিবার্য দাবী।

শেষ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত

লেখকের অন্যান্য বই

- কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন
- আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
- ইসলামী আন্দোলন, সমস্যা ও সম্ভাবনা
- গণতন্ত্র, গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন
- বক্তৃতামালা